ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ বুয়েটে

১৯ অভিযুক্ত বহিষ্কার

সংবাদ : প্রতিনিধি, ঢাবি | ঢাকা , শনিবার, ১২ অক্টোবর ২০১৯

গতকাল বিকেলে বুয়েট শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বুয়েট অডিটোরিয়ামে বৈঠক করেন উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম - সংবাদ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে ক্যাম্পাসে স্থায়ীভাবে সব ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন ও তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গতকাল বিকেল পৌনে ছয়টায় বুয়েটের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে এ ঘোষণা দেন বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম। একই সঙ্গে বুয়েটে শিক্ষক রাজনীতি করা যাবে না বলেও জানিয়ে দেন তিনি। বৈঠকে আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় এজাহারভুক্ত ১৯ শিক্ষার্থীকে বুয়েট থেকে সাময়িক বহিষ্কার করার কথাও জানান উপাচার্য।

এর আগে বিকেল ৫টা ২৩ মিনিটে সভাস্থলে আসেন বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম। সভার শুরুতেই আবরার হত্যায় শোক

জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর বক্তব্য রাখেন বুয়েটের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক সায়েদুর রহমান। ৫টা ৪০ মিনিট থেকে বক্তব্য শুরু করেন বুয়েট উপাচার্য। এ সময় বুয়েটের ছাত্র কল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক মিজানুর রহমান, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. একেএম মাসুদ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোস্তফা আলীসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিনরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের শুরুতেই বুয়েট উপাচার্য বলেন, আজ আমরা একটি দুঃখজনক ঘটনার পরে এখানে সমবেত হয়েছি। শিক্ষার্থীদের ১০টি দাবিই আমরা হাতে পেয়েছি। আবরারের হত্যাকাণ্ডের পর আমাদের যেসব কাজ করা দরকার, আমরা তা করেছি। আমরা কী কাজ করেছি তা আজকে অবগত করছি। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমরা আমার সন্তানের মতো। তোমাদের প্রতি আমার আন্তরিকতার কোন ঘাটতি ছিল না, এখনও নেই। এটা যেন তোমরা স্মরণে রাখ। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো পড়ে শোনান এবং দাবির প্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানান।

বুয়েট উপাচার্য তার ঘোষণায় বলেন, ‘বুয়েটে কোন ধরনের সাংগঠনিক রাজনীতি থাকবে না। আমি আমার প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে ক্যাম্পাসে সব রাজনৈতিক সংগঠন ও তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি। আজ (গতকাল) এখন থেকে বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ। আমরা বিভিন্ন দলগুলোতে চিঠি পাঠাব, যাতে

বুয়েটে তাদের কামাট বিলুপ্ত করা হয়।' উপাচার্য বলেন, আবরার ফাহাদের হত্যার দ্রুততম বিচারের ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে সরকার সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

আবরার হত্যায় জড়িতদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়ে তিনি বলেন, তদন্ত প্রতিবেদন চূড়ান্ত হওয়ার পর তাদের চিরতরে ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তিনি বলেন, এ মুহূর্তে আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় এজাহারভুক্ত ১৯ জনকে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হল। আমরা তদন্ত কমিটি করেছি। তারা কাজ শুরু করেছে। তদন্ত শেষে অভিযোগের সত্যতা পেলে তাদের চূড়ান্ত বহিষ্কার করা হবে। তিনি বলেন, আইনি প্রক্রিয়ায় তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রস্তুত করা হবে। চার্জশিট দেয়া হলে আমরা বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা পরিষদের সভায় তুলব। সেখান থেকে তা সিন্ডিকেটে যাবে। এরপর এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

ড. ইসলাম বলেন, ক্যাম্পাসে সব ধরনের র‍্যাগিং ও নির্যাতন বন্ধ করা হবে। এ ধরনের নির্যাতন প্রতিরোধে একটি 'কমন প্ল্যাটফর্ম' গড়ে তোলা হবে যেখানে পরিচয় গোপন রেখে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ জানাতে পারবে। এসব অভিযোগের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ত্বরিত ব্যবস্থা নেবে। নিরাপত্তার স্বার্থে সবগুলো হলের প্রত্যেক ফ্লোরের সব উইংয়ের দুই পাশে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। আহসানউল্লাহ হল এবং সোহরাওয়ার্দী হলের পূর্বের ঘটনাগুলোর

সঙ্গে জড়িতদের বিচারে আগামীকালের মধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলে জানান ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক মিজানুর রহমান। তিনি বলেন, তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বুয়েট উপাচার্য বলেন, আবরার হত্যা মামলার খরচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহন করবে। শিক্ষার্থীদের দাবি অনুযায়ী নিহত আবরার ফাহাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্বল্পতম সময়ে আবরার হত্যা মামলার নিষ্পত্তি করার জন্য বুয়েট প্রশাসনকে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, আমরা এ বিষয়ে আগামীকাল সকালেই সরকারকে চিঠি দিব। শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে নিয়মিত আপডেট দেয়া হবে।

এর আগে আবরার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ মেলায় বুয়েট শাখার সাধারণ সম্পাদক ও সহসভাপতিসহ ১১ জনকে ছাত্রলীগ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে আন্দোলন প্রসঙ্গে গত বুধবার বিকালে গণভবনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ এবং ভারত সফর পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ছাত্ররাই সব আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকায় থাকে। আমিও ছাত্র রাজনীতি করেই এখানে এসেছি। এখন একটা ঘটনা ঘটেছে বলেই ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে কেন? তবে বুয়েট চাইলে সেখানে

ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারে। আমরা এতে হস্তক্ষেপ করব না। এরপরই গতকাল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে বুয়েটে স্থায়ীভাবে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা জানালেন উপাচার্য ড. সাইফুল ইসলাম।

প্রসঙ্গত ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ায় বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করে শাখা ছাত্রলীগের নেতারা। পিটুনির সময় নিহত আবরারকে ‘শিবিরকর্মী’ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালায় খুনিরা। তবে আবরার কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না বলে নিশ্চিত করেছেন তার পরিবারের সদস্যসহ সংশ্লিষ্টরা। হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ না রাখতে সিসিটিভি ফুটেজ মুছে দেয় খুনিরা। তবে পুলিশের আইসিটি বিশেষজ্ঞরা তা উদ্ধারে সক্ষম হন। পুলিশ ও চিকিৎসকরা আবরারকে পিটিয়ে হত্যার প্রমাণ পেয়েছেন। আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তার বাবা বরকত উল্লাহ বাদী হয়ে চকবাজার থানায় ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ইতোমধ্যে পুলিশ ১৭ জনকে গ্রেফতার করেছেন। ১৩ জনকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।